১ম সংখ্যা

কমডেকা সমাচার

১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ■ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২, হার্ডপয়েন্ট, সিরাজগঞ্জ।

সিরাজগঞ্জে ৭ম জাতীয় কমডেকা উদ্বোধন

দেশ পরিচালনায় তরুণ সমাজকে সজাগ থাকতে হবে

-ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, দেশ পরিচালনায় তরুণ সমাজকে সজাগ থাকতে হবে।

"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" - এই স্লোগানকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্টে ৭ম জাতীয় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প (কমডেকা) ২০২৫ এর পর্দা উঠলো। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্প উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রধান অতিথির ভিডিও বার্তায় প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস আরও বলেন, এবারের কমডেকায় বাংলাদেশের সকল জেলার বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মুক্ত স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট, স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মকর্তাসহ প্রায় ছয় হাজার জন অংশগ্রহণ করছেন। কমডেকা সম্পর্কে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কমডেকার প্রোগ্রাম সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি বলেন, "কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্পে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈচিত্রপূর্ণ। এ কর্মসূচিগুলো জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাজে দিতে পারে এবং এর মাধ্যমে স্কাউটরা ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে এলাকার লোকজনের স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে পারে, গবাদি পশু হাঁস-মুরগির চিকিৎসা দিতে পারে, শাক-সবজি-ফলমূলের বাগান করতে পারে, শৌচাগার তৈরি করে দিতে পারে বা এই ধরণের আরও অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।"

১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এ মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন পেলেও বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এ মেয়েদের সংখ্যা মোট স্কাউট সংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ। এই সংখ্যাকে আরও বাড়ানোর তাগিদ দেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

৭ম জাতীয় কমডেকা সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজউদ্দিন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কমডেকা চিফ মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

তিনি বলেন - বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ (৯ অক্টোবর ১৯৯৮- ১৮ জুলাই ২০২৪), নাফিজ, আহনাফ, রোহান, মুন্না, সাদ, মাহবুব আলম ও তাহির জামানসহ ৮ জন শহীদ স্কাউটের আত্মত্যাগ ও অসংখ্য আহত স্কাউটারগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাংলাদেশ স্কাউটস গর্বিত।

ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বলেন, রোভার স্কাউটরা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মহোদয়ের "থ্রি জিরো" "শূন্য দারিদ্র, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ" তত্ত্বকে প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে উদ্দীপ্ত হবে। উল্লেখ্য যে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাত্রজীবনে একজন সক্রিয় স্কাউট ছিলেন। এছাড়া তিনি স্কাউট এবং স্কাউট লিডার হিসেবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর ছেলেবেলার স্কাউটিং মুহূর্তগুলো স্মরণ করে বলেন, "আমিও স্কাউট, তোমাদের মত স্কাউট ছিলাম। আমার মনে পড়ে চট্টগ্রামের একটি মাঠে নিয়মিত স্কাউট কার্যক্রম হত, যা আজ জাম্বুরি মাঠ নামে পরিচিত।" তিনি বিশ্বাস করেন, স্কাউটিং তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, কমডেকার কার্যক্রমকে সময়োপযোগী, শিক্ষনীয়, আকর্ষণীয়, চ্যালেঞ্জিং, বৈচিত্রময়, উদ্দীপনামূলক ১৪টি সেবা প্রোগ্রাম, ২টি মঞ্চায়ন এবং ০৬টি স্মৃতির সিঁড়ি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এর আগে ৭ম জাতীয় কমডেকা সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব এম সিরাজউদ্দিন মিয়া কমডেকার মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ মেইন অ্যারিনায় এসে পৌছলে কমডেকা আয়োজক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। তাঁকে রোভার স্কাউটরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে তিনি পায়রা উড়িয়ে কমডেকার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সেবা-০১
বিপি পিটি

কমডেকায় সারাদিনের মধ্যে সকালে বিপি পিটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক্টিভিটি যা শরীর ও মন ভালো করে, কূয়াশা ঢাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকল রোভার স্কাউট একত্রিত হয়ে ব্যাডেন পাওয়েলের ৬ টা পিটি অনুশীলন করেছে। ৭ম জাতীয় কমডেকায় দিন শুরু হয় তাঁবুকলার মাধ্যমে, যেখানে একটি ইউনিট তাঁর সক্ষমতার প্রাথমিক দিকগুলো ফুঁটিয়ে তুলে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টার্ন -আপ, তাঁবু এলাকার পরিচ্ছন্নতা, গ্যাজেটসহ নানা বিষয়ে একদল মূল্যায়নকারী স্কাউটার পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী ইউনিটকে ফ্লাগ প্যারেডে ফ্ল্যাগ অব অনার প্রদান করা হয়।

সেবা-০২
তাঁবুকলা

কমডেকায় সারা দিনের বিভিন্ন এক্টিভিটি এর মধ্যে অন্যরকম একটা এক্টিভিটি হচ্ছে তাঁবুকলা যা রোভার স্কাউটরা ঘুম থেকে

উঠেই তাদের বিছানা থেকে শুরু করে সকল জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে এবং বিচারকমণ্ডলী তা দেখে পুরস্কৃত করেন।

সেবা-০২
হাইকিং

৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ এর হাইকিং ছিলো একেবারেই ব্যতিক্রমী। স্থল ও নৌ পথের মিশ্রণে এবারের হাইক রুটটি ছিলো অন্য যেকোন বারের চেয়ে রোমাঞ্চকর। অংশগ্রহণকারীগণ যাবতীয় সহায়ক সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে সকালের মিঠেকড়া রোদে

যাত্রা শুরু করে। নৌপথের রোমাঞ্চকর হাইকিং করে গহীন চরে পৌঁছে। পরে চরে রাত্রিযাপন করার মাধ্যমে চরের কঠিন জীবন অবলোকনের পাশাপাশি চন্দ্রস্নানের অভিজ্ঞতাও অর্জন করে। গন্তব্যস্থল ছিলো যমুনার একটি চরাঞ্চল, সেখানে পৌঁছে তারা "ক্যাম্প ইন ক্যাম্প" এ অবস্থান করে নিজেরা রান্না করে খায় এবং রাত্রি যাপন শেষে সকালে কমডেকা ময়দানে ফিরে আসে। এই হাইকিংয়ে অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছিল একেকটি গল্প, প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অনুপ্রেরণার।

৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ এর তথ্য

কমডেকা কর্মকর্তা	:	৪৪৩ জন
স্বেচ্ছাসেবক	:	৪৩১ জন
অন্যান্য	:	২০৯ জন
ইউনিট লিডার	:	৩৯০ জন
ইউনিট	:	৩৯০টি
ছেলে ইউনিট	:	৩১৩টি (২৪০৪ জন)
মেয়ে ইউনিট	:	৭৭টি (৬১৬ জন)
ভিলেজ	:	৪টি
সাবক্যাম্প	:	৮টি
হাসপাতাল	:	১টি
তাঁবু	:	১০২০টি
সিডিভি স্টল	:	৩৩টি

কমডেকা সমাচার

৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫

সেবা-০৯
সিডিভি উদ্বোধন

কমডেকা সিডিভি, অর্থাৎ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণে আয়োজিত একটি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় কমডেকা চিফ মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সিডিভি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া। আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর এডহক কমিটির সদস্য ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম।

সিডিভি প্রাঙ্গণে "দেখে শেখা" কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টলে দেশীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বেসরকারি সংস্থা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরা হয়। শিশু মৃত্যুর হার কমানো, টিকাদান কর্মসূচি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ডকুমেন্টারি, নাটিকা ও ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

সিডিভিতে তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত একটি ভিডিও ক্লিপ কেন্দ্রীয়ভাবে দেখানো হয়েছে। সবশেষে, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এর কার্যক্রম ৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে।

সেবা-১১
ক্যারিয়ার প্লানিং

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান "সেবা: ১১ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা" শীর্ষক কর্মশালা উদ্বোধন করেন। এই কর্মশালায় রোভারদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য কমডেকায় অংশগ্রহণকারী রোভারদের মাঝে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ক্যারিয়ার বিষয়ক মতামত, সরকারি চাকুরির জন্য প্রয়োজনীয় পড়াশোনা, ব্যবসার প্রস্তুতি ও পরিচালনার ধারণা, পারিবারিক ব্যবসার গুরুত্ব, বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং অনলাইন থেকে উপায় যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিওগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে আসে। এই কর্মশালাটি রোভারদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে সচেতনতা তৈরি করে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে।

১১১টি গুলিবিদ্ধ হয়েও কমডেকায় এসেছে রোভার সাদ

"তাই বলে ১১১টি গুলি? মানুষের প্রতি মানুষ এতটা নিষ্ঠুর কী করে হয়? সেদিনের কথা মনে পড়লে আমি আজও আঁতকে উঠি।"

কথাগুলো বিস্ময়ের চোখে বলছিল তাহসিন মাহমুদ সাদ, একজন যোদ্ধাহত জুলাই যোদ্ধা। আজকের গল্প জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে তাঁর দুঃসাহসিক অবদান নিয়ে।

"আমি এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সাধারণ শিক্ষার্থী পরিচয়ের বাইরেও আমার আরেকটি পরিচয় আছে। আমি একজন রোভার। আর ১০টা ছেলের মতোই স্বাভাবিকভাবেই উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। এসময়ে, বাংলাদেশে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী অহিংস আন্দোলন। কিন্তু তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের দমন-পীড়নের মুখে পাখির মত প্রাণ হারাতে থাকে দেশের ছাত্র-জনতা। একজন স্কাউট স্বভাবতই দেশপ্রেমিক হওয়ায় আমার ভেতরটা নাড়া দিয়ে ওঠে। মুহূর্তেই আমার মনে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। দেশের সব কিছু বিবেচনায় আমি আর নিজেকে ঘরে ধরে রাখতে পারিনি। আন্দোলনে নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করে ফেলি।

এইভাবেই, আন্দোলন যখন মাস পেরিয়ে ৩৫শে জুলাইয়ে পৌছলো এবং দেশ যখন নতুন সময়ের খুব কাছাকাছি, ঠিক সেদিনই ঘটে সেই ভয়াল ঘটনা।

কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকে অন্যদিনের মতই অহিংস ১দফা আন্দোলনের জন্য উপস্থিত হই আমি। বরাবরের মতই মারমুখী অবস্থানে ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। একটা সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে কিছু নারী আন্দোলনকারী বিপদজনক পরিস্থিতির মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁদের বাঁচাতে কিছু সহযোদ্ধাকে নিয়ে আমি এগিয়ে যাই। পরিকল্পনা করি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় তাদের উদ্ধার করব। বুকে সাহস নিয়ে আমি এগিয়ে যাই। স্কাউটিং পদ্ধতি অনুসরণ করে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতেও আমি আমার সাথে থাকা আন্দোলনকারীদের উদ্ধার করতে সক্ষম হই। কিন্তু বাঁধা পাই কালিয়াকৈর ৩ রাস্তার মুখে। একদিক থেকে আমি ও অবরুদ্ধ সহযোদ্ধারা বেরিয়ে আসছিলাম, অন্যদিকে আগে থেকেই অবস্থানরত বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা অবস্থান করছিল আর ৩য় দিক হতে পুলিশের আরেকটি অংশ অতর্কিত হামলা করে বসে। ঘটনার আকস্মিকতা বুঝে উঠবার আগেই গোটা এলাকা আরেকবার রণক্ষেত্রে রুপ নেয়। প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনকারীদের অংশ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ক্রমেই পুলিশ নির্বিচারে বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করে। কিছু বুঝতে না পেরে অবরুদ্ধ সকলে আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পরে এবং আমি পাশেই থাকা একটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে প্রাণ রক্ষা করি। পরমুহূর্তে পুলিশের কিছু সদস্য এসে আমার কোনো ক্ষতি হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুকুর থেকে উঠে আসতে বাধ্য করে। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করেনি। পেছনের অংশে থাকা কিছু উশৃঙ্খল-অতি উৎসাহী পুলিশ সদস্য আবারো গুলি ছোড়ে। সেই মুহূর্তে আমি আবারো প্রাণ রক্ষার্থে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক দূরত্ব থেকে আমাকে উদ্দেশ্য করে ছররা গুলি ছোড়া হয়। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ি আমি। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল, যেন বুঝতে পারছিলাম, এই বৃষ্টি আমায় চির বিদায় দিতেই ঝরে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারি, পুলিশের বুটের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে আমার সহযোদ্ধাদের অনেকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, যাদের কাউকেই আমি চিনতাম না। একটা পর্যায়ে তারা আমায় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আমার সাথে আরো অনেকেই নিথর পড়ে ছিল পিচ ঢালা রক্ত ভেজা রাস্তায়। কতক্ষণ পড়ে ছিলাম জানা ছিলো না। মা আর খালা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করায়। পরবর্তীতে ৩ টি বড় ধরণের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ১১১টি বুলেটের মধ্যে সর্বমোট ৯১ টি বুলেট বের করা সম্ভব হয়।

আমি আজ বসে ভাবি, আমি হয়ত অনেক সৌভাগ্যবান একজন, যে দুচোখ দিয়ে নতুন বাংলাদেশ দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। নতুন করে দেশকে সাজাবার সুযোগ পাচ্ছি, কিন্তু আহনাফ, নাফিস, রোহান, মাহবুব, মুন্না, প্রিয়, আফিকুল সাদ অথবা মুগ্ধ? ওরাওতো সাথেই ছিল?"

তাহসিন মাহমুদ সাদ, পিএস
রোভার, অবলোকন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, গাজীপুর

মহান মাতৃভাষা দিবস পালিত

২১ শে ফেব্রুয়ারী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে, ৭ম জাতীয় কমডেকার প্রোগ্রাম বিভাগ শহিদ মীর মুগ্ধ এ্যারিনায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিন সকাল ৯ টায়, শহিদ মীর মুগ্ধ এ্যারিনায় শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর, তাদের সম্মানে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, তার গুরুত্ব এবং মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরা হয়। বক্তারা রোভার বন্ধুদের মাঝে যেকোন মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন।

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা

কমডেকা ভেন্যুতে রোভারদের নিরাপদ ও সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক এক "স্পেশাল ট্রেন"-এর সুবিধা প্রদান করা হয়। এই "স্পেশাল ট্রেনটি" ইউনিটগুলোকে ঢাকা-সিরাজগঞ্জ-ঢাকা যাতায়াতের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়াও সারাদেশ হতে ইউনিটগুলো নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় কমডেকা এলাকায় পৌঁছায়; যাতে কমডেকার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে।

কমডেকা সমাচার

সিরাজগঞ্জের কমডেকায় গার্ল ইন স্কাউটিং গ্যাদারিং

বাংলাদেশে গার্ল ইন স্কাউটিংয়ের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে চলমান ৭ম কমডেকা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো গার্ল ইন স্কাউটিং গ্যাদারিং। এতে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন সহ সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস। ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ শুক্রবার সন্ধ্যায় কমডেকা প্রাঙ্গনে এউপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের এডহক কমিটির সদস্য মাহেনূর জাহান এর সভাপতিত্বে এউপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এডহক কমিটির সদস্য মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন, অধ্যাপিকা ফাহমিদা, প্রাক্তন জাতীয় উপ কমিশনার মাহবুবা খানম বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথীল বক্তব্যে প্রফেসর নাজমা শামস বলেন,পূরুষের সাথে আজ নারীরা সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। স্কাউটিংয়েও তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এখনো স্কাউটিংয়ে নারীদের অংশগ্রহন আরো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। পরে হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্বাস্থ্য সেবায় হোমিও চিকিৎসা

সিরাজগঞ্জে চলমান কমডেকা প্রাঙ্গনে রোভার স্কাউট ও স্থানীয়দের চিকিৎসা সেবা দিতে এবার দেয়া হচ্ছে হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসা। অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক স্কাউটার প্রণব কুমার মন্ডলের নেতৃত্বে স্থাপিত চিকিৎসা কেন্দ্রে সারাদিন দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে অসংখ্য নারী পূরুষকে চিকিৎসা সেবা গ্রহন করতে দেখা যায়। ডাঃ মোস্তফা জামান জানান, ১৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি এই তিনদিনে প্রায় ৬শত জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এই কেন্দ্রে।

কমডেকা হাসপাতাল

৭ম জাতীয় কমডেকায় অংশগ্রহণকারী সকলেরও সিরাজগঞ্জবাসীর জরুরি চিকিৎসা প্রদানের জন্য কমডেকা প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক ১৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। এই হাসপাতালে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত রোগী বহনের জন্য তিনটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

কমডেকা গ্যালারি

কমডেকা সমাচার

৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫

সংবাদ সম্মেলন (ঢাকা)

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৭ম জাতীয় কমডেকা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ বেলা ১২:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর এডহক কমিটির সম্মানিত আহবায়ক, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ এহসানুল হক, এডহক কমিটির সম্মানিত সদস্য সচিব ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম, জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, অধ্যাপক ফাহমিদা, মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল করিম, আবু সালে মোঃ মহিউদ্দিন ও মোঃ শামসুল হক। এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপ পরিচালক মোঃ হামজার রহমান শামীম।

স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

৭ম জাতীয় কমডেকা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা আলোকবর্তিকা গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে কমডেকা ক্যাফেটোরিয়ায় মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমডেকা চিফ মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, প্রচার কমিটির আহবায়ক ড. খ ম কবিরুল ইসলাম এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সম্মানিত এডহক কমিটির সদস্যগণ এবং প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ

সংবাদ সম্মেলন (সিরাজগঞ্জ)

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৭ম জাতীয় কমডেকা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বেলা তিনটায় কমডেকা ক্যাফেটেরিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে কমডেকা চিফ মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, প্রেস ব্রিফিং করেন। এর আগে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন প্রচার কমিটির আহবায়ক ও সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ড. খ ম কবিরুল ইসলাম। এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর এডহক কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ, কমডেকার ভিলেজ চিফগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপপরিচালক মোঃ হামজার রহমান শামীম।

অনন্য ইতিহাস

৭টি জাতীয় কমডেকায় অংশগ্রহণ করার অনন্য ইতিহাস গড়েছেন রোভার অঞ্চলের প্রফেসর বুলবুল কবির, এলটি। ৭ম জাতীয় কমডেকার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন। স্কাউট আন্দোলনে আপনার অবদান আরো দীর্ঘ হউক। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ্য রাখুন।

কমডেকায় আড্ডা

স্কাউট সমাবেশ মানে হলো হাসি, আনন্দে ঠাসা লাগাতার আড্ডা। ৭ম কমডেকাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে বিশেষ আড্ডাবাজ হিসেবে পরিচিত মোঃ গোলাম কিবরিয়া মধু ভাইয়ের আড্ডাবাজি ছিলো বিশেষ দৃশ্যমান ঘটনা। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় গান, কবিতা ও ওয়াজ করে মাতিয়ে রাখায় তাঁর জুড়ি নেই। কমডেকায় তিনি নিরাপত্তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম সমন্বয়কারী।

কমডেকা কর্মকর্তাগণের সমন্বয় সভা

কমডেকা কর্মকর্তাগণের সাথে সমন্বয় সভা কমডেকা ক্যাফেটেরিয়ায় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাত দশটায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমডেকা ডেপুটি চিফ ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, সদস্য সচিব মোঃ মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কমডেকা স্বেচ্ছাসেবকগণের সমন্বয় সভা

কমডেকা স্বেচ্ছাসেবকগণের সাথে সমন্বয় সভা ক্যাফেটেরিয়ায় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাত এগারোটা টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমডেকা ডেপুটি চিফ ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, সদস্য সচিব মোঃ মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কমডেকা প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের সমন্বয় সভা

কমডেকা কর্মকর্তাগণের সাথে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাত পৌনে বারোটায় কমডেকা ক্যাফেটেরিয়ায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমডেকা ডেপুটি চিফ ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, সদস্য সচিব মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় উদ্ভুত সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সদস্য সচিব মহোদয় সকলের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে ক্যাম্প সফল করার জন্য অনুরোধ জানান।

কমডেকা মাঠে শুভ জন্মদিন যাদের

মোহাম্মদ আবুল খায়ের
সাবক্যাম্প চিফ (ইছামতি সাবক্যাম্প) ও পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
জন্ম তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি

নাইমুল ইসলাম রাফি চৌধুরী
সহসমন্বয়কারী, নিরাপত্তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
লালবাগ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা
জন্ম তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি

শুভ বিবাহ বার্ষিকী

প্রফেসর ফাহমিদা
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
বিবাহ বার্ষিকী: ২০ ফেব্রুয়ারি

"৩৩ বছর পূর্তিতে কমডেকার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন"

সম্পাদকীয়

ছয়টি কমডেকা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজন করেছে ৭ম কমডেকা। যমুনা নদী বিধৌত সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে এবারের আয়োজন। ২০০১-২০০২ সালে ৩য় কমডেকা হয়েছিল সিরাজগঞ্জের এই হার্ড পয়েন্টে। দীর্ঘ এই সময়ে প্রমত্ত যমুনা কিছুটা গতি বদলালেও কমেনি এর অপরূপ সৌন্দর্য। ভাঙন প্রিয় যমুনার সাথে সংগ্রাম করে তৈরী হওয়া চরগুলো যেন চিরযৌবনা, যমুনার অপরূপ সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়েছে। এমনই পরিবেশে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস ৭ম কমডেকা উদ্বোধন করেন। কমডেকা উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রদত্ত ভাষণে তিনি নিজের স্কাউট জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর এই উদ্দীপনামূলক ভাষণে কমডেকার পাঁচ সহস্রাধিক অংশগ্রহনকারীসহ দেশের লাখো স্কাউট অনুপ্রাণিত হন।

সিরাজগঞ্জের সংগ্রামী মানুষদের জীবনযাত্রা সহজ ও নিরাপদ করতে অংশগ্রহনকারী রোভার স্কাউটরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন,স্বাস্থ্য সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করছে। স্থানীয়দের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এলাকার বহুসংখ্যক মানুষ এ সেবা গ্রহন করছেন। এসব কর্মকান্ডের পাশাপাশি স্কাউট সমাবেশে থাকা প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহন করে ভবিষ্যতের সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজেদের তৈরী করছে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। বাংলাদেশ স্কাউটসের দেশ গড়ার এ প্রচেষ্টা অব্যহত থাকুক।

সম্পাদনা পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক
এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
মোঃ এহসানুল হক
মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ

উপদেষ্টা
ড. খ ম কবিরুল ইসলাম
প্রফেসর ফাহমিদা

সম্পাদক
মীর মোঃ ফারুক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ হামজার রহমান শামীম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর তালুকদার আনিসুল ইসলাম
ফরিদা ইয়াসমিন
মেহেনাজ মুন্নি
মোহাম্মদ এনাম
ওমর আহমেদ
নাজমুল ইসলাম হৃদয়

আলোকচিত্রে
আহসান হাবিব
জাকির হোসেন
ইরেশ রহমান
মাশরুবা আফরিন আদৃতা
তাহরিম ইসলাম
দুর্জয় দেবনাথ
মেহেদী হাসান মারুফ

সহযোগিতায়
মোঃ মুরাদ হোসেন, মিনহাজ আল মোক্তাদির, তাসফিয়া নূর নিটোল, মোঃ নাইমুর রহমান, মেহেদী হাসান নাঈম, শেখ মাশরাফী, মোঃ সারোয়ার জাহান সাদী, জান্নাতুল নাইমা হুমাইরা, মোঃ আবির হোসেন অনিক, শাহাদাত হোসেন, আহমেদ রাজ রেয়ান, সুমাইয়া চৌধুরী, মোঃ প্রিন্স মল্লিক, মারজান দেশ, আলী আজগর ও ফাহিম হোসেন

প্রকাশনায়
প্রচার, প্রকাশনা, জনসংযোগ ও ডকুমেন্টেশন উপ কমিটি